40

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 25 MAR 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

বুয়েটের স্থাপত্য বিভাগ

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) স্থাপত্য বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় কোন্ কোন্ বিষয়ে কত নম্বর থাকবে সেই বিতর্ক অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে। বিতর্কটা শুরুতে ছিল স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের মধ্যে। এই কাউন্সিলে আবার স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব আছে।

বুয়েটের শিক্ষক সমাজের একটি অভ্যন্তরীণ বিতর্ক নিয়ে পত্রপত্রিকায় পরস্পরবিরোধী বক্তব্য–বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে। স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা ক্লাস বর্জন করেছেন। বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। স্থাপত্য বিভাগের ১৫ জন শিক্ষক পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন। 'সচেতন নাগরিক ও স্থপতি সমাজ'–এর ব্যানারে স্থপতি বিভাগের শিক্ষকদের সমর্থনে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর সবগুলোই অনাকাঙ্ক্ষিত। এতে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশের স্থাপত্য শিক্ষার মান বৃদ্ধি হয় না।

বিতর্কের সূত্রপাত স্থাপত্য বিভাগের অনুষ্ঠিতব্য ভর্তি পরীক্ষায় বিষয় এবং নম্বর বিতরণে কিঞ্চিৎ রদবদল করার সিদ্ধান্তের পর। 'সাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' বদলে 'পদার্থ বিজ্ঞান' ভর্তি পরীক্ষার অন্যতম বিষয় হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। 'মুক্তহস্ত অংকন'–এ তুলনামূলকভাবে কম নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে। স্থপতি বিভাগের শিক্ষকরা এটা পছন্দ করেন না। তাদের আপত্তি সত্ত্বেও একাডেমিক কাউন্সিল নতুন পদ্ধতি অনুমোদন করেছে। নতুন নিয়মে গণিত, ইংরেজি ও পদার্থ বিজ্ঞানে অন্যদের সঙ্গে যারা স্থাপত্য বিভাগে ভর্তি হতে চান, তারাও পরীক্ষা দেবেন। 'মুক্ত হস্ত অংকন' তাদের জন্য বিশেষ বিষয়।

নতুন পদ্ধতির ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকরা পত্রপত্রিকায় কূটতর্কের অবতারণা করলেও এ ব্যাপারে আপত্তিটা এখনও দুর্বোধ্য রয়ে গেছে। যারা এবারের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে চায় তারা জোর গলায় কিছুই বলছে না। অথচ স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকরা নতুন ভর্তি পরীক্ষা ঠেকাতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হলো, এই উপলক্ষে স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকরা তাদের ছাত্রছাত্রীদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন এবং বিশেষ করে শেষ বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনকে জিম্মি করে ফেলেছেন। কর্মজীবনে তাদের প্রবেশ বিলম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অথচ ভর্তি পরীক্ষার সঙ্গে স্থাপত্য বিভাগের বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের কোন স্বার্থ জড়িত নয়। শিক্ষকদের 'আন্দোলনে' ছাত্রদের শরিক করাটা সব দিক থেকেই নিন্দনীয়।

স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকদের অনমনীয় মনোভাবের জন্য যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়, তা নিরসনের জন্য শিক্ষামন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছিল। স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা 'আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত' নিয়ে অনশন শুরুও করেছিল। আগামীতে অনুষ্ঠিতব্য ভর্তি পরীক্ষার সঙ্গে স্থাপত্য বিভাগের বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের কার্যকারণ সম্পর্ক কি?

সর্বশেষ খবর হলো, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'অনুরোধ ও নির্দেশে' সংকটের সাময়িক সমাধান হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা অনশন ভঙ্গ করেছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তিলকে তাল করাটা বোধহয় এদেশে অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। যারা স্থাপত্য বিভাগে ভর্তি হতে চায়, তারা এইচএসসিতে গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানে ভাল নম্বর পাওয়ার পরেই ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেবে। 'মুক্ত হস্ত অংকন' কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তেমনভাবে শেখানো হয় না। অথচ ভর্তি পরীক্ষায় এটা নিয়েই তুলকালাম কান্ড শুরু করছেন সম্মানিত শিক্ষকরা। একাডেমিক ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যবর্গ। স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকরা যদি কাউন্সিলের মত পরিবর্তন করতে চান সেখানেই বিতর্ক চালিয়ে যাওয়া উচিত। বুয়েটের ভাইস চ্যান্সেলর এক সাংবাদিক সম্মেলনে নতুন পদ্ধতিতে যথাসময়ে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা বলেছেন। একাডেমিক কাউন্সিলের সম্মানিত সদস্যরা যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তা মেনে নিয়েই পরিবর্তনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখা উচিত। জোর করে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়াটা হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আত্মঘাতী। স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকরা আশা করি তিল কে তাল করার চেষ্টা বাদ দিয়ে ছাত্রদের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে সহযোগিতার হাত বাড়াবেন।